‘ইউএসএআইডি’ মিশন বাংলাদেশ-এর নতুন পরিচালক নিয়োগ

ওয়াশিংটন, ২রা আগস্ট -- যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ‘ইউএসএআইডি’ বাংলাদেশ-এর মিশন পরিচালক হিসেবে শপথ নিয়েছেন ডেনিস রলিন্স। সংস্থার ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক হেনরিয়েটা ফোর এই শপথ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

বাংলাদেশে ‘ইউএসএআইডি’-র মিশন পরিচালক হিসেবে রলিন্স ৭ কোটি ২০ লাখ ডলার মুল্যমানেরও বেশি সহায়তা কর্মসূচী পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন। এ সব কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, গণতন্ত্র ও শাসন পদ্ধতি, শান্তি ও নিরাপত্তা এবং মানবিক সহায়তা। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র যে সকল বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একটি অধিকতর স্থিতিশীল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করা যা মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং মানুষ পাচার প্রতিরোধ করে। এছাড়াও ‘ইউএসএআইডি’ দারিদ্র্য কমিয়ে আনতে এবং সম্ভাব্য ধর্মীয় চরমপন্থা প্রতিরোধে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশ যা বিশ্বের ঘনবসতিপূর্ণ এবং দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম।

‘ইউএসএআইডি’র ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক হেনরিয়েটা ফোর বলেন, “ডেনিসের রয়েছে কার্যকর কর্মসূচী ব্যবস্থাপনার উপর ব্যাপক অভিজ্ঞতা। ‘ইউএসএআইডি’তে ২০ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার এবং আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বাংলাদেশের এই ক্রান্তিকালে মিশন প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার জন্য তিনিই সঠিক ব্যক্তি।”

বাংলাদেশে মিশন প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পাবার আগে রলিন্স দক্ষিণ আফ্রিকায় ‘ইউএসএআইডি’র ডেপুটি মিশন পরিচালক, নাইজেরিয়ায় ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি মিশন পরিচালক, নাইজেরিয়া, উগান্ডা এবং ঘানায় কর্মসূচী কর্মকর্তা, জ্যামাইকায় একটি প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেছেন।

মিশিগান রাজ্যের ডেট্রয়েট থেকে আগত রলিন্স ওয়াশিংটন ডি.সি.-র হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক এবং মেরিল্যান্ডের বাল্টিমোরে অবস্থিত জন্‌স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

আন্তর্জাতিক জননীতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি বিবাহিত এবং তার একটি ছেলে রয়েছে।

বাংলাদেশ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে 'ইউএসএআইডি'র কর্মসূচী সম্পর্কিত আরো তথ্য ইন্টারনেটের ্ঁ্ঁ্ঁ.ংধরফ.মড়া. এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে।

==========

জিআর/ ২০০৭

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *ডবনংরঃব:* dhaka.usembassy.gov *এ) যোগাযোগ করুন।*